

আত্মবঞ্চনার বাঙালী -বিপ্লব

Idealism and metaphysics are the easiest things in the world, because people can talk as much nonsense as they like without basing it on objective reality or having it tested against reality. Materialism and dialectics, on the other hand, need effort. They must be based on and tested by objective reality. Unless one makes the effort one is liable to slip into idealism and metaphysics.

Mao in introductory note to "Material on the Hu Feng Counter-Revolutionary Clique" (May 1955).

চাষীদের বাঁচানোর জন্য আমার আবেদনের উত্তরে ভজন সরকার জানানলেন, ফারাক্কার ইতিহাস জেনে নিলে ভালো হয়! দুই বাংলার মানুষ সচেতন হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! আমি চিঠিটা পড়ে এতো অবাক হয়েছি, সেটা বলে বোঝাতে পারবো না।

বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে অসংখ্য খাল কেটে গঙ্গার জল তুলে নেওয়া হচ্ছে। গঙ্গার জল হচ্ছে হিমালয়ের বরফ গলা জল। এই খাল কেটে জল নেওয়াটা প্রথম থেকেই ছিল। জনসংখ্যার চাপে, সেটা গত দুই দশকে এতো বেড়েছে, আজ থেকে কুড়ি বছর বাদে, ফারাক্কার কোন জল পৌঁছালে হয়। আমরা এই জল চুরির বিরুদ্ধে নামতে চাই। প্রাথমিক ভাবে কিছু যোগাযোগও এগিয়েছে। এর সাথে ফারাক্কার ইতিহাসের সম্পর্কটা কি মশাই? আর আমার জেনেই বা কি হবে? আমরা কি ফারাক্কার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছি নাকি? আমরা চাইছি কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গার উজানে জল চুরি নিয়ে কিছু করুক। ভজন সরকার সম্ভবত পুরো ব্যাপারটা ই ভুল বুঝেছেন।

ফারাক্কার যেটুকু জল পৌঁছায়, তার অর্ধেকের কিছু বেশী বাংলাদেশকে পাঠানো হয়। সমস্যা হচ্ছে মার্চ থেকে মে মাসের খরার সময়ের মধ্যে সেটা প্রত্যাশিত ত্রিশ হাজার কিউসেকের অনেক কম। কারণ, বাংলাদেশকে ত্রিশ হাজার কিউসেক জল দিতে গেলে ফারাক্কার পৌঁছানোর দরকার ষাট হাজার কিউসেক। সেখানে কোন কোন সময়ে জলের পরিমাণ ত্রিশ হাজার কিউসেকের নীচে নেমে আসছে। ফলে বাংলাদেশ পাচ্ছে অর্ধেক জল।

আরো অবাক হয়েছি তার শেষ কথায়। আমাদের সচেতন হতে হবে!! সচেতন হয়ে কি ছেঁড়া যাবে? এটা গনতন্ত্র। এখানে সচেতনার হাত ভোটের বাক্সে না পৌঁছালে, কেও ফিরেও তাকাবে না। ব্যাপারটা একটু ভাবুন। দুই বাংলার তেইশ কোটি বাঙালী ফারাক্কার ওপর লেখা ৫৩৪ ৭ টা গবেষণা পত্র এবং ৫৪ টা বই পড়ে নিলো। এবং একটা করে ডি এস সি নামিয়ে দিলো। কি লাভ? বিহার, উত্তর প্রদেশের গলায়

ঘন্টা বাঁধবে কে? বিহারি চাষিরা লাঠি নিয়ে পিটিয়ে দেবে। সেটা সচেতন হয়ে বই পড়ে হবে না। বাংলার রাজনীতিবিদ দের ওপর চাপ তৈরী করতে হবে। প্রনব মুখার্জির কনস্টিটুয়েন্সির পুরো এলাকায় সেচের জল আসে গঙ্গার শাখা প্রশাখা থেকে। প্রিয় রঞ্জনের দায়টা অবশ্য অতোটা নয়, উনি রায়গঞ্জ অনেক উত্তরে। বরকতদা কিছু করতে পারতো, কিন্তু তিনিতো নেই। সি পি এম কে এই ব্যাপারে বলে খুব বেশী লাভ নেই, কারণ তাদের কেও বলিয়েও কইয়ে নয়। মুখ বেশী খোলা হলে সি পি এমে ওঠা যায় না। আর উনারা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-কিন্তু পুঁজিবাদি নই এই ডু লুপে ডিগবাজী খাচ্ছেন। মার্ক্সবাদের জমিতে দাঁড়িয়ে মাছ ভাতের রাজনীতি করেন, তাই বাস্তব সমস্যা বুঝতে উনাদের একটু বেশী সময় লাগে। বুদ্ধবাবু বাস্তবটা বোঝেন ভালো-তাই তিনি যত দ্রুত ব্যাপারটা নিয়ে মাঠে নামেন, ততই কাজ এগোবে।

বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে বাঙালী হিন্দুদের রাগ থাকতেই পারে। কারণ উনার আমলে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে। এখনো হচ্ছে। উনি ভারতের বিরুদ্ধে টেরোরিস্ট পুষছেন। সেটাতো বুদ্ধ বার তিনেক বলেছেন-বাংলাদেশের বর্তমান সরকার সন্ত্রাসবাদে প্রকাশ্যে মদত দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক সমস্ত সংস্থায় সেই সব তথ্য এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদীদের ঠেক গুলোর ফ্লিম/ছবি সবই দেওয়া হয়েছে। ধরা যাক তিনি ক্লাশ এইট পাশ করা বলে তার যোগ্যতাও নেই। এটাও ধরা যাক ভারত বিরোধি রাজনীতি করেন বলে ভোট আসে তার ব্যাঙ্কে। নৈতিকতার দিক দিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। এমন সাম্প্রদায়িক মহিলার সহযোগিতা কতটা কাম্য?

কিন্তু অন্য সব দেশের বিদেশনীতি, রাজনীতি সব ফর্সা নাকি? কোন দেশের রাজনীতিবিদরাই ধোয়া তুলসী পাতা নন। নাকি রাজনীতি কোন কালে, কোন দেশে গঙ্গাজলে ধোয়া পবিত্র ছিল? বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যাচারিত, কারণ তারা কাপুরুষ। কোনদিন কেও শুনেছে এদের কেও প্রাণের ভয় অগ্রাহ্য করে লাঠি হাতে ইসলামিস্টদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে? ভারতের মুসলিমরা কোন গ্রামে তাদের ভিটে মাটি ছেঁরেছ? সেটা কি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের উদারতা? মোটেও না। তারা জোটবদ্ধ হয়ে তাদের ভিটে মাটি টিকিয়েছে বলেই, তাদের গায়ে হিন্দুত্ববাদিরা হাত দিতে ভয় পায়। বাংলায় হিন্দুদের ইতিহাস কাপুরুষদের ইতিহাস। জোটবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার এই বিবর্তন জাত সিস্টেম-যা রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্মনীতির সূতিকা গৃহ, সেটা অগ্রাহ্যকরে কিছু হয় না। তাই বেগম জিয়াকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বেগম জিয়া না থাকলে অন্য কোন বেগম বা নবাব থাকতো যাদের জন্য হিন্দুদের উৎখাত হতেই হতো-কারণ ধর্মীয় জাতপাত এবং প্যাগানিজমের কোমলতায় লালিত হওয়ায়, সামাজিক বিবর্তনের মূল সুরের বিরুদ্ধে জীবন অতিবাহিত করে বাঙালী হিন্দুরা।

যদিও আমি মুক্ত মনের পথিক এবং জানি একদিন মানুষের সাথে মানুষের এই বিভেদ হবে ইতিহাস, তবু এই মুহুর্তে বাঙালী গোষ্ঠীবাজি না করার কোন বিকল্প

দেখতে পাচ্ছি না। হিন্দি বেলটের এই চুরির বিরুদ্ধে আমাদের জনমত গড়তে হবে। কেও যদি এই সমস্যার সমাধান করতে পারে, সেটা ভারত সরকার ই। এবং ভারত সরকার যখন আজ পুরো পশ্চিম বঙ্গের সমর্থনের ওপর দাঁড়িয়ে, এটুকু আদায় আমাদের করতেই হবে। জাতি সংঘের কাছে গিয়ে কি হবে? অর্থনীতির আপন নিয়মে বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলির ব্যবসায়িক স্বার্থ ভারতের সাথে বাঁধা। তারা বাংলাদেশের হয়ে লড়তে যাবে কোন দুঃখে? নাকি বাংলাদেশের সামরিক শক্তি আছে তারা যুদ্ধ করে জল আনবে!!!

একমাত্র কার্যকরী পথ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সাথে হাত মিলিয়ে রাজনীতি করা-কারণ সমস্যাটা উভয়ের কাছেই এক। উজানে চুরি।

আদর্শের ধোঁয়াশায় আত্মবঞ্চনার রাজনীতি অনেকতো হলো। বেগম জিয়া সাম্প্রদায়িক, প্রিয় কংগ্রেসের, এসব বিরোধিতা চলতেই পারে, কিন্তু কৃষক এবং বাংলার পরিবেশের কথা ভেবে, আমাদের তাদের সাহায্য নিতেই হবে। এই মুহূর্তে এই লড়াইয়ে জিততে গেলে একটাই পথ- দুই বাংলার নেতৃত্ব উজানে চুরির বিরুদ্ধে প্রচারে নামুক, মনমোহনের ওপর চাপ সৃষ্টি করুক-যেমনটা করেছে জয়ললিতা তামিলনাড়ুতে। তামিল নাড়ুর মতন পাঁচ কোটি লোকের রাজ্য কাবেরীর জল আদায় করে নিতে পারল, আর আমরা পারবো না? জিয়া সাম্প্রদায়িক, প্রিয় নোংরা রাজনীতি করে, এই বলে লবঙ্গ চুষবো আর ইফোরামে লম্বা লম্বাপ্রবন্ধ লিখবো? প্রবন্ধে আমাদের নাম বেড়োবে আর ঋণের দায়ভারে আত্মহত্যা করবে বাঙালী চাষিরা?

আবেগ দিয়ে রাজনৈতিক দাবী আদায় করা যায় না। আবার নায্য পাওনা, তাই আমাদের দিতে হবে, এই বলে আন্দোলন হতে পারে, কাজের কাজ কিছু হয় না। কেও আপনাকে কিছু দেওয়ার জন্য বসে নেই মশাই। আদায় করতে হবে। চাইলেই দিয়ে দেয়- এমনটা হলে পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধটুকু কিছু থাকতো না। সামাজিক বিবর্তনও আটকে থাকতো। গনতন্ত্রে পথ একটাই-প্রেসার গ্রুপ তৈরি করো। ইস্যুটাকে ভোটের বাক্সে পৌঁছে দাও।

আমার বাড়ি থেকে তেরো মাইল দূরে পদ্মা। মধুগড়ে। আগে অনেক গেছি। শেষ গেলাম, আগের বছর। গ্রীষ্মতো দূরের কথা, জানুয়ারীতেই জল গড়াচ্ছিল একশো ফুট নীচ দিয়ে। দুহাজার সালে যখন গেছিলাম, নির্বাক চোখে পদ্মার দিকে তাকিয়ে ছিল এক কৃষক-পরনে ছেঁড়া গামছা। আমার জিজ্ঞেস করলো সে, *কি দেখতেসেন?* আমি বললাম *কি সুন্দর, কি বিশাল এই পদ্মা।* নদীর দিকে আঙুল দেখিয়ে আমায় ও বললো, *উইখানে ছিল আমার বাড়ি। পাষানী খাই নিছে। পদ্মাডারে কি এতো সৌন্দর্য লাগতেছে আপনার?*

আমি নীরব ছিলাম। আসলে আমরা মধ্যবিত্তরা সত্যিই বাস্তব বিচ্ছিন্ন এক স্পেসিস।

“One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors.”-Plato

